Vol. 28 | No. 1 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রসঙ্গ : প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব

Volume	28
Issue	1
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মহাম্মদ দানীউল হক
Published online	September 1, 1984
DOI	10.62328/sp.v28i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i1.6
Pages	187-198
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

প্রসঙ্গ : প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব

মহাম্মদ দানীউল হক

ভাষাবিজ্ঞানের ধ্বনিতত্ত্ব শাখায় সর্বাধুনিক প্রবক্তন হলো প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব। ধ্বনিতত্ত্বের ইতিহাসে বর্ণনামূলক থিওরীর বিকাশ যখন থেকে শুরু হয়েছিল তারপর থেকে সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্ব-মতবাদ একসময়ে বেশ জোড়ালো হয়ে ওঠে। বিশেষ করে আমেরিকায় সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্ব প্রসার লাভের পর সুদীর্ঘকাল সাংগঠনিক মতবাদই ভাষাবিদদের ধারণা ও বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তারপরে নোআম চমস্কির বৈপ্লবিক উৎপাদনশীল ভাষাবিজ্ঞানের ধারণা যখন ষাটের দশকে পূর্বতন সকল প্রবক্তনকে ম্লান করে দিল তখনও হয়তো কেউ ভাবতে চাননি যে খোদ আমেরিকাতেই, অন্ততঃ ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে, ভাষার ধ্বনি-প্যাটার্নের ক্ষেত্রে, আরও সূক্ষ্ম অথচ স্বাভাবিক ব্যাখ্যা অপেক্ষা করতে পারে। প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব আমাদেরকে সেই কথাই বলছে।

এক

প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব থিওরীর প্রবক্তা হলেন ডেভিড স্টেম্প্। একটা ধারণার উপর ভিত্তি করে এই থিওরী চালু করা হয়েছে। তা হলো :

> ''কোনো একটি ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব-পদ্ধতি (সিসটেম) হলো : বৃহত্তর অর্থে, ধ্বনিতাত্ত্বিক উৎপাদন-প্রক্রিয়াঘটিত একটি সহজাত পদ্ধতির সর্বশেষ তলানী—যা ভাষাতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতায় বিশেষ পন্থায় পরিশীলিত হয়ে থাকে।''

স্টেম্প্ বলেন : প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব আমাদের মধ্যেই, প্রকৃতির নিয়মেই নির্মিত হয়ে আছে। শারীরবৃত্তীয় বাধ্যবাধকতা / সীমাবদ্ধতা উৎপাদন-

প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এটা মানুষের কার্য-ক্ষমতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। যে উৎপাদন-প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় তাকে প্রভাবিত করে শারীরবৃত্তীয় সীমা-বদ্ধতা। অর্থাৎ, একজন মানুষ কতদ্রুত তার বাগযন্ত্র পরিচালনা করতে পারে—কতদ্রুত কথা বলা শুরু করতে পারে বা বন্ধ করতে পারে, জিহ্বা নাড়াচাড়া করতে পারে, অধিজিহ্বার ওঠা-নামা করতে পারে, বাক্‌প্রবাহকে কত সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে—এর সবই নির্ভর করে তার বিধি দত্ত ক্ষমতার ওপর। বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি-উৎপাদন এবং সে-গুলোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য কোন বাধাধরা ধ্বনিমূলক সূত্রাবলী সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে না, এবং এর জন্য মস্তিষ্কেও মনিটর বা পরিচালক জাতীয় কোনো কিছু নেই। এর প্রায় সম্পূর্ণটাই নির্ভর করে শারীরবৃত্তীয় সংগঠনের ওপর এবং সংশ্লিষ্ট অভ্যাসের ওপর। সকল স্বাভাবিক মানুষের মধ্যেই কতগুলো বহুমুখী ধ্বনিতাত্ত্বিক উৎপাদনপ্রক্রিয়া থাকে; কোনো একটি সুনির্দিষ্ট ভাষার পূর্ণাঙ্গ রূপের জন্য কতিপয় প্রক্রিয়াকে অবদমিত এবং পরিবর্তিত করার প্রয়োজন হয়। সকল ভাষার পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ঐ কাজ পারদর্শিতার সঙ্গে, সুচারুরূপে করতে পারে, কিন্তু শিশু তা পারে না। ভাষা-শিক্ষমান শিশুকে শারীরীয় উপায়ে এই প্রক্রিয়া অবদমনের কায়দা-কানুন শিখতে হয়। এই হলো সহজ ভাবে বিবৃত প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বের মূল প্রবক্তন।

ডেভিড স্টেম্পের "হাউ আই স্পেন্ট মাই সামার ভেকেশান" (স্টেম্প্, ১৯৭২ক) হলো প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বের ওপর রচিত সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ কাজ। এখানে বিশদভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়া হয়েছে তাতেই ধরা পড়েছে খোদ ভাষারই প্রকৃতির ব্যাপারে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি—যা এর পূর্বে ধ্বনি-তত্ত্বের কোনো থিওরীতে বলা হয় নি।

প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব সঠিকভাবে বুঝতে হলে তার পূর্ববর্তী "আদর্শ উৎপাদনশীল ধ্বনিতত্ত্বের" কতিপয় প্রপঞ্চের পুনঃউল্লেখ প্রয়োজন। উৎপাদন-শীল ধ্বনিতত্ত্বে "সূত্রাবলী" তথা "রূপান্তর সূত্রাবলী"-র কথা বলা হয়ে থাকে। এহেন সূত্র "গভীর-সংগঠন" এবং "উপরি-সংগঠন" বলে কথিত দুটি স্তরের মধ্যবর্তী পর্যায়ে কাজ করে। এর ফলে আমরা যে ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনা লাভ করি, উৎপাদনশীল ধ্বনিতত্ত্বে তাকে বলা হয় "শৃঙ্খলাবদ্ধ

ধ্বনিমূলক উপস্থাপনা''। এরপরে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ধ্বনিমূলক উপস্থাপনা ধ্বনিপ্রকরণগত সূত্রাবলী সমৃদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে প্রক্রিয়াজাত হয়ে যায়, এবং এই পর্যায়ে প্রয়োজন হলে তা ধ্বনিক পুঙ্খানুপুঙ্খ সূত্রাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চূড়ান্ত ধ্বনিরূপ লাভ করে। উৎপাদনশীল তত্ত্বানুযায়ী ভাষা ব্যাকরণের মডেলটি এই রকম :

উপরি-সংগঠন = ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনা
= শৃংখলাবদ্ধ ধ্বনিমূলক উপস্থাপনা ১ম স্তর

↓

ধ্বনিপ্রকরণগত সূত্রাবলী /
ধ্বনিক পুঙ্খানুপুঙ্খ সূত্রাবলী

↓

শৃংখলাবদ্ধ ধ্বনিক উপস্থাপনা ২য় স্তর

↓

ধ্বনিরূপ

এই মডেলের ধ্বনিতাত্ত্বিক দুটি প্রধান / বিশেষ স্তরকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে শৃঙ্খলাবদ্ধ ধ্বনিমূলক উপস্থাপনা (১ম বিশেষ স্তর) এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ধ্বনিক উপস্থাপনা (২য় বিশেষ স্তর)-এর মধ্যবর্তী পর্যায়ে ''সূত্রাবলী'' কাজ করে।

এতকাল, উৎপাদনশীল ধ্বনিতত্ত্বে যে সকল ''সূত্রাবলী'' তথা ''রূপান্তর সূত্রাবলী''-র কথা বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বের ব্যাখ্যার সঙ্গে তা মেলে না। এবং একটি ক্ষেত্রে পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। তা হলো ''উৎপাদন প্রক্রিয়ার'' ক্ষেত্রে।

উৎপাদনশীল ধ্বনিতত্ত্বের যেখানে শুধু ধ্বনিতাত্ত্বিক ''সূত্রাবলী''-র কথা বলা হয়ে থাকে সেখানে প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বে শুধু সূত্রাবলী নয় বরং আরো একটি প্রপঞ্চের কথা বলা হয়—তা হলো ''প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া'' (এখন থেকে শুধু ''প্রক্রিয়া'' বলে এর উল্লেখ বোঝানো হবে)। এবং বিশ্লেষণ

করলে দেখা যাবে যে, ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলী, এই মতানুযায়ী, উৎপাদন-শীল ধ্বনিতত্ত্বের সূত্রাবলীর সঙ্গে একাত্ম নয়। এর কারণ, এই দুই তত্ত্বে সূত্রাবলী এবং প্রক্রিয়ার ধারণাগত পার্থক্য রয়েছে। এখন প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বের এই দুটি প্রপঞ্চের প্রকৃত পরিচয় নেয়া যাক (এই ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হচ্ছে যে পাঠক উৎপাদনশীল ধ্বনিতত্ত্বের "সূত্রাবলী" সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা করে নিয়েছেন)।

ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলী, প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বের মতানুযায়ী, এমন কত-গুলো স্বাভাবিক কর্মের উপস্থাপন ও প্রতিনিধিত্ব করে যেগুলো উপস্থাপনের স্তরসমূহকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে ঐকিক স্তরে উপস্থাপিত করে। কিন্তু প্রক্রিয়া যা উপস্থাপন করে তা হলো : ধ্বনিক-সংগঠন উচ্চারণের বাধ্য-বাধকতা।

> "ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলী এমন কার্যধারা / কার্যপদ্ধতিকে উপ-স্থাপিত করে যা, উপস্থাপনের স্তরসমূহকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে উপস্থাপনের স্তর হিসেবে হাজির করে। কিন্তু প্রক্রিয়া উপস্থাপন করে ধ্বনিক-সংগঠন উচ্চারণের বাধ্যবাধকতাকে।"
>
> (স্টেম্প্, ১৯৬৯ : ফনেটিক রিপ্রেসেন্টেশান)

অর্থাৎ, বাক্প্রবাহের উপর কার্যকর মানসিক বাধ্যবাধকতার প্রতিনিধিত্ব করে 'প্রক্রিয়া'। ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলী শিখে নেয়ার প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রক্রিয়াকে অবদমিত করার প্রয়োজন হয়। কাজেই,

সূত্র : বিকল্পে ব্যবহার-যোগ্য অথবা একটির বদলে যেখানে আর একটি রূপমূল ব্যবহার করতে হয় সেখানে ধ্বনিমূলীয় সম্পর্ক বিবৃত করে।

প্রক্রিয়া : ধ্বনিক-সংগঠন উচ্চারণের উপর এক প্রকার বাধ্যবাধকতা বিবৃত করে।

আভিধানিক উপাদানের (আইটেমের) মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক নিয়ে "সূত্রাবলী" কাজ করে বলে এগুলো শুধুমাত্র ধ্বনিমূলীয় উপস্থাপনাকে উল্লেখ করতে পারে। কিন্তু, প্রক্রিয়াসমূহের এটুকু স্বাধীনতা আছে যে

এগুলো এমন ধ্বনিক-সংগঠন সৃষ্টি করতে পারে যা ধ্বনিমূলীয় রূপে যোগ্য হতেও পারে আবার না-ও হতে পারে ; কেননা এগুলোর কাজ হলো উচ্চারণের সঙ্গতি সাধন করা। 'প্রক্রিয়া' কার্যকর থাকে দুটি কারণে। এক : উচ্চারণগত কঠিনতা এবং অসুবিধাগুলো দূর করা এবং দুই : ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধির সুযোগ দান করার জন্য। যেহেতু প্রক্রিয়া শুধু ধ্বনিক-সংগঠনের উপর কার্যকরী বাধ্যবাধকতারূপে সংজ্ঞায়িত হয় সেহেতু এগুলো রূপমূল-সংগঠন-সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাসমূহ এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলী—এই উভয়েরই কার্যকরিতা পূরণ করতে পারে। কখনো মনে হয় ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলী এবং প্রক্রিয়াসমূহ একই রকম কার্যধারা সম্পাদন করে ; কিন্তু এদুটোর মধ্যে কার্যপদ্ধতিগত পার্থক্য, যে ভাবে এরা ক্রিয়া করবে বলে আমরা আশা করি সে-ক্ষেত্রে, ভিন্নভাবে কাজ করবে। এই ক্ষেত্রে আসল কথাটি হলো প্রক্রিয়া একই সঙ্গে ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র, ধ্বনিমূল (অথবা সিলেবল্)-সংগঠন বাধ্যবাধকতা এবং বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক আচার (মার্কেডনেস কনভেনশান) রূপে ত্রিমুখী ভূমিকা পালন করে।

প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব দুই রকম প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে ভিন্ন বলে নির্দেশ করে। এক : বাক্যরূপের উদাহরণমূলক (সিনটেগমেটিক) প্রক্রিয়া — যা ধ্বনিখণ্ডের অনুক্রমকে বিনষ্ট করে, এবং দুই : ধাতু বা শব্দরূপের উদাহরণ-মূলক—যা স্বতন্ত্র ধ্বনিখণ্ডকে বিনষ্ট করে।

এই তত্ত্ব বলে যে, তিনটি বিভিন্ন উপায়ে শিশু ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে মোকাবিলা করতে শেখে :

১. অবদমন (সাপ্রেশান) — পূর্ণাঙ্গ এবং আংশিক ; ২. সীমায়ন (লিমিটেশন) ; এবং ৩. ক্রমনির্ধারণ (অর্ডারিং)

ভাষাশেখার নির্দোষ পর্যায়ে, ধ্বনিতাত্ত্বিক পদ্ধতি বাক্য-কথনের বাধ্য-বাধকতার পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিকে প্রকাশ করে। এই পদ্ধতি হলো : সীমায়িত নয় এবং ক্রমনির্ধারিতও নয় এমন এক ধরনের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ সেট। একজন শিশুকে তার নিজস্ব প্রক্রিয়াসমূহকে সমন্বিত ও সুবিন্যস্ত করতে শিখতে হয়। প্রত্যেকটি নবাগত ধ্বনিক বৈপরীত্য উচ্চারণ করা শিখতে গেলেই শিশুকে তার নিজের মধ্যকার স্বাভাবিক ধ্বনিতাত্ত্বিক পদ্ধতিকে কিছুটা সংশোধন বা সংস্কার করে নিতে হয়।

একদিকের এই ধরনের সংস্কার ও সংশোধনের কলাকৌশল, আর অন্যদিকের প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে যেগুলো বিরোধাভাষকে মিটিয়ে দেয়—অর্থাৎ অবদমন, সীমায়ন এবং ক্রমনির্ধারণ, এই দুই শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। প্রাপ্ত বয়স্কের মত দক্ষ উচ্চারণ অর্জনের ক্ষেত্রে শিশুর কাজ হলো উচ্চারণ পদ্ধতির সকল আস্পেক্ট যা তার উচ্চারণকে প্রাপ্তবয়স্কের মান উচ্চারণ থেকে পৃথক করে রাখে তার সংশোধন এবং সংস্কার সাধন করা। প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব বলতে চায় যে, পরিপক্ক উচ্চারণগত ধ্বনিতাত্ত্বিক পদ্ধতি সহজাত পদ্ধতির সকল আস্পেক্টই ধরে রাখে—কারণ উচ্চারণ দক্ষতার ফলে প্রাপ্তবয়স্ক বক্তা সেই সব কিছুই অবিকৃত রেখে দিতে পারে।

দুই

প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনা

শিশুর বাগ্‌ধ্বনি উৎপাদিত হয় এক ধরনের ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনায় সহজাত ধ্বনিতাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ থেকে। প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বে বিজড়িত-সূত্রাবলী (ইম্‌প্লিকেশনাল লজ) থাকে। শিশুগণ এক প্রকার ক্রমস্তর (হায়ারারকি) শিখে নেয়—যাতে তার এই বোধ জন্মে যে কোথাও যদি কোনো ধনাত্মক বৈশিষ্ট্য [+F] থাকে, তবে সেখানে ঋণাত্মক বৈশিষ্ট্য [–F]-ও থাকবেই। প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে কয়েকটি আছে যা অবদমিত করা কঠিন বলে শিশুগণ সেগুলো শেখে সহজগুলো শেখার পর।

বিজড়িত সূত্রাবলীকে যদি অসঙ্গতিমূলক / বৈষম্যমূলক প্রক্রিয়ার জন্য কাজে লাগাতে হয় তা হলে সূত্রাবলী নিজেরাই অসঙ্গতিমূলক হয়ে পড়বে। আর এই অসঙ্গতি নিরসনের জন্য মানব সন্তানকে ঐ তিন উপায়ের—(অর্থাৎ অবদমন, সীমায়ন এবং ক্রমনির্ধারণ) আশ্রয় নিতে হয়। তা হলেই বিজড়িত-সূত্রাবলী এবং সহজাত প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। কোনো ধ্বনিক পরিবর্তন তখনই আসে যখন মান ভাষায় খাপ খায় না এমন কোনো প্রক্রিয়াকে শিশু অবদমিত করতে পারে না। প্রক্রিয়াসমূহের কতিপয় সংযোজন, সাধারণীকরণ এবং পরাবর্তন (অব-ক্রমনির্ধারণ) দৃশ্যতঃ শিশুর ব্যর্থতায় এসে হাজির হয়। এগুলো যথাক্রমে

আসে সহজাত পদ্ধতির অবদমন, সীমায়ন এবং ক্রমনির্ধারণ প্রক্রিয়ায়। এবং ততটুকুই আসে যতটুকু মান ভাষায় প্রয়োজনীয়। শিশু শুধুমাত্র একটা বা একাধিক ধ্বনি বৈপরীত্য, কোনো এক বা একাধিক প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়।

প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব এবং অন্যবিধ তত্ত্বের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো এই যে, প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব-প্রকরণ ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনার সকল স্তরেরই একটা ব্যাখ্যা ও ধ্বনি-প্রকরণের হিসাব দেয়ার চেষ্টা করে।

প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিমূলের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নির্ভর করে প্রক্রিয়াসমূহের উপর। এটা লক্ষ্য করার মত যে প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বানুযায়ী প্রণালীবদ্ধ ধ্বনিমূলীয় কোনো উপস্থাপনাকে পরিচালিত করার জন্য রূপমূল-সংগঠন-বাধ্যবাধকতাগুলো (মরফিম স্ট্রাকচার কন্‌সট্রেণ্ট) নেই। আলোচ্য ধ্বনিতত্ত্বে এই রকম উপস্থাপনার কোনো স্থান নেই। তাই, প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বের নির্ভুল উপস্থাপনা হবে নিম্নরূপ :

প্রণালীবদ্ধ ধ্বনিবিচার (সিসটেমেটিক ফনেমিকস্)

↓

ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলী

↓

প্রাকৃতিক ধ্বনিমূলীয় উপস্থাপনা

(এই স্তরটিই একমাত্র বাস্তব —সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্বের কথিত ধ্বনিমূলীয় স্তরের বাধ্যবাধকতাসমূহ মান্য করে)

↓

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্গম (ইন্‌পুট)

↓

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াসমূহ

↓

ধ্বনিক প্রাপ্তি বা ধ্বনিরূপ

তিন

এখন দেখা যাক প্রতিষ্ঠিত উৎপাদনশীল ধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে এই তত্ত্বের পার্থক্যসমূহ কোথায় এবং কোন্ দিক থেকে এই তত্ত্ব একটি পৃথক প্রবক্তন রূপে দাবী তুলতে পারে। আলোচনায় দেখতে পাচ্ছি যে, এটা প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনশীল ধ্বনিতত্ত্বের "ব্যাকরণ-সংগঠনের" একটা পুনঃ সমীক্ষণ মাত্র নয়, বরং এর চেয়ে অনেক বেশী কিছু এই প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব আমাদের সামনে হাজির করে। ভাষার খোদ প্রকৃতিটি সম্পর্কেই এই তত্ত্বে সাবিকভাবে একটা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি মূর্ত করে তোলা হয়।

স্টেম্পের বহুল প্রচারিত "সূত্রাবলী" এবং "প্রক্রিয়ার" মধ্যে যে তফাৎ—এই ধারণাটি নিয়েই প্রাথমিক ভাবে উৎপাদনশীল মতবাদীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। উৎপাদনশীল ধ্বনিতত্ত্বের আলোকে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত উৎপাদনশীল-ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলী দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করে এর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এমনি করলে একটা বড় আচ্ছন্নতার সৃষ্টি হয়—"সূত্রাবলী" এবং "প্রক্রিয়ার" মধ্যে, প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে, ধারণাগত এবং কার্যপ্রণালীগত যে পার্থক্য তা বোঝা যায় না। মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে, প্রক্রিয়াসমূহ, আর কিছু না হোক, বাক্-সৌকর্যের উপর মানসিক বাধ্যবাধকতাকে নির্দেশ করে। অথচ উৎপাদনশীল-ধ্বনিতত্ত্বের "ব্যাকরণে" কোনো বাধ্যবাধকতারই বাক্-প্রবাহ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো রকম ভূমিকা পালনের প্রয়োজন হয় না।

প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বের থিওরীতে, শ্রেণী বিভাগের দিক থেকে, সূত্র ও প্রক্রিয়া—এই দুই ভাগই মৌলিক। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি ধারণাকে উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন কিছুও নয়। প্রাথমিক ভাবে যে এ-সংক্রান্ত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তার কারণ উৎপাদনশীল ধনিতত্ত্বে এ-সম্পর্কে আপাততঃ নিশ্চুপতা। স্টেম্পের বিবৃতি ও উদাহরণ থেকে আমরা যা বুঝতে পারি তাতে "সূত্র" এবং "প্রক্রিয়া"-র ব্যাপারে আপাততঃ নিম্নরূপ শেষ মন্তব্য করা যায়: সূত্র বিবৃত করে পালাক্রমে-ঘটমান দ্রুত বিকল্প রূপে ব্যবহৃত রূপমূলসমূহের মধ্যকার সম্পর্ককে, আর প্রক্রিয়া নির্দেশ করে ধ্বনিক-সংগঠন উচ্চারণ করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতাকে।

যেহেতু সূত্রসমূহ আভিধানিক স্বতন্ত্র-উপাদানসমূহের মধ্যকার সম্পর্ককে নিয়ে কাজ করে, সেহেতু আমরা বলি, এগুলো (সূত্রসমূহ) শুধু ধ্বনিমূলীয় উপস্থাপনাকে নির্দেশ করতে পারে। কিন্তু প্রক্রিয়া স্বাধীনভাবে যে কোনো রকম ধ্বনিক-সংগঠন সৃষ্টি করতে পারে—যদিও সেটা ধ্বনিক রূপে যোগ্য হতে পারে বা নাও হতে পারে—কারণ প্রক্রিয়ার আসল কাজ হলো উচ্চারণ-সঙ্গতি সৃষ্টি করা। আমি এখানে ধ্বনিমূলীয় উপস্থাপনাকে ধ্বনিক-সংগঠন হিসেবে ধরে নিচ্ছি; কারণ এই ধ্বনিক-সংগঠনকে আভিধানিক-ক্ষেত্রে রূপের / উপাদানের স্বাতন্ত্র্য নিরূপণে ব্যবহার করা যায়। লক্ষ্য করি যে, মান-উৎপাদনশীল-ধ্বনিতত্ত্বে যে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে তাতে দাঁড়াচ্ছে এই যে, রূপমূল-সংগঠন-বাধ্যবাধকতা আভিধানিক উপাদানের আভ্যন্তর রূপকে (আন্ডারলাইং ফর্ম) পরিচালিত করে, আর পর্যায়গুলোকে পরিচালিত করে ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলী। যেহেতু "প্রক্রিয়াসমূহকে" শুধু মাত্র ধ্বনিক-সংগঠন উচ্চারণের উপর বাধ্যবাধকতা রূপে সংজ্ঞায়িত করা হয় সেহেতু এরা (প্রক্রিয়াসমূহ) রূপমূল-সংগঠন-বাধ্যবাধকতাসমূহ এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলীর কার্যপদ্ধতি / ভূমিকা পূরা করতে পারে। অর্থাৎ, প্রক্রিয়াসমূহকে শুধুমাত্র ধ্বনিক-সংগঠন উচ্চারণের বাধ্যবাধকতা রূপে সংজ্ঞায়িত করা হয় বলে এইগুলো দুই দিকের অর্থাৎ রূপমূল-সংগঠন-বাধ্যবাধকতা এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রসমূহের কার্যধারা (ফাংশান) সম্পন্ন করতে পারে। পরাগত ঘোষত্ব-সমীভবনের উদাহরণ নেয়া যাক: এর কাজ / ভূমিকা (ফাংশান) হলো বিধিত ধ্বনিগুচ্ছের (ক্লাস্টার) মধ্যকার "ঘোষত্বকে" দূর করে বা সংযোজন করে শব্দকে উচ্চারিত করতে সাহায্য করা। উদাহরণ: একবার [এগ্‌বার ægbar]।

অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে কাজ করা বা ক্রিয়াশীল হওয়া কিন্তু 'প্রক্রিয়ার" জন্য বাধ্যতাজনক নয়; তাই কোনো নির্দিষ্ট শব্দে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ক্লাস্টার থাকতে পারে, যেমন 'আ ফ গা নি স্ তা ন' [afganistan]। কিন্তু নির্দিষ্ট অক্ষর-সীমানার মধ্যে "প্রক্রিয়া" বাধ্যতাজনক হতে পারে, ফলে তা অবশ্য কার্যকর।

"প্রক্রিয়া" যে ধ্বনিমূলীয় রূপকে এবং বিকল্প রূপকে শাসন করে তার প্রমাণ পাই নাসিক্যতা সমীভবনের উদাহরণে। এই প্রক্রিয়ার ফলে দন্তমূলীয়

নাসিক্য ধ্বনি / ন / পরবর্তী স্পৃষ্ট ধ্বনির সঙ্গে সমীভূত হয়। "জাহাঙ্গীর নগর" শব্দটির উচ্চারণ একটি সুন্দর উদাহরণ। আরো আছে :

/ শা নু বু ক্ু / [শা ম্ বু S̃ambu] অথবা [শান্বু S̃anbu]
/ জ ন প্র তি / [জ ম্প্র তি Jɔmprəṯi] অথবা [জন্প্রতি Jɔnprəṯi]
/ তি ন ব র / [তি ম্ব র ṯimbɔr] অথবা [তিন্বর ṯinbɔr]
/ বাঁ-দো র / [বা দোঁ র] বা ন্দ র

---এগুলোর উচ্চারণ অবশ্য পরিবর্তনশীল (ভেরিয়েবল্)।

স্টেম্প্ অবশ্য বলতে চেয়েছেন যে তিনি ঐ ধরনের উপস্থাপনাকে ধ্বনিমূলীয় না বলে "রূপধ্বনিমূলীয়" বলতেই বেশী আগ্রহী, কারণ এগুলো পর্যায়ক্রম দ্বারা সিদ্ধ। কাজেই, প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বের বক্তব্য অনুযায়ী / একবার / হবে ধ্বনিমূলীয়, আর // এ গ্ বা র // হবে রূপধ্বনিমূলীয়।

স্টেম্পের এই মনোভাব আমাদের কাছে এখনো সন্তোষজনক মনে হচ্ছে না। কারণ, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত উদাহরণ এবং ব্যাখ্যা দ্বারা 'ধ্বনিমূলীয়' এবং 'রূপধ্বনিমূলীয়' এই দুই প্রপঞ্চের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা ঘটে নি। ভাষায় সকল শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনার জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত স্তর বজায় রাখার প্রয়োজন কি ?

এক্ষেত্রে আমরা রিচার্ড ওউজিকের সঙ্গে একমত যে, প্রক্রিয়াসমূহ কতিপয় ধ্বনিখণ্ড-ক্রম উচ্চারণকে বিনষ্ট করে দেয় এবং এই দিক থেকে প্রক্রিয়া দুই প্রকার হতে বাধ্য : (১) বাক্‌প্রবাহক্রমিক (সিনটেগমেটিক), (২) পদ-প্রকরণজাত (প্যারাডিগমেটিক) বা ধাতু বা শব্দরূপের উদাহরণমূলক। এরা যথাক্রমে ধ্বনিখণ্ডসমূহের ক্রমকে এবং স্বতন্ত্র ধ্বনিখণ্ডকে বিনষ্ট করে।

একটা কথা কিন্তু স্টেম্প্ বিশদভাবে বলেননি (এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তৃত আলোচিতও হয় নি) যে, প্রক্রিয়াসমূহ সঙ্গত কারণেই 'ভাষা-নির্দিষ্ট' হতে পারে এবং অব্যতিক্রমীভাবে বিশ্বজনীনও হতে পারে। প্রথমটি তাই নিয়ন্ত্রিত (রেসট্রিক্‌টেড্) এবং দ্বিতীয়টি অনিয়ন্ত্রিত।

কাজেই, দাঁড়াচ্ছে যে, প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বে 'ধ্বনিমূলের' সংজ্ঞা সম্পূর্ণ-ভাবে প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। আবার লক্ষ্য করি যে প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বে

শৃংখলাবদ্ধ ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনাকে পরিচালিত / শাসিত করার জন্য কোনো রূপমূল-সংগঠন বাধ্যবাধকতা নেই। এই রকমের উপস্থাপনার কোনো স্থানই নেই এই প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বে। কাজেই, নিম্নোক্ত চিত্রটি প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বের জন্য নির্ভুল উপস্থাপনারূপে গণ্য করতে পারি :

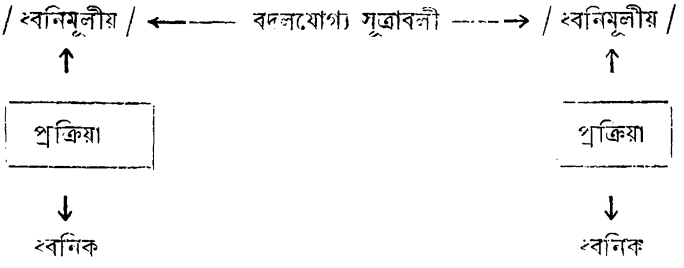

রূপমূল-সংগঠন বাধ্যবাধকতার স্থানে প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বে আছে প্রক্রিয়া-সমূহ— যা অক্ষর সংগঠনের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। সকল আভিধানিক-সংগঠনই প্রকৃতির দিক থেকে 'ধ্বনিক' বলে বিবেচিত হবে এবং কোনো অপ্রচলিত / ভ্রান্তিজনক ধ্বনিখণ্ড-সংগঠনের অনুমতি থাকবে না। আর এই ভাবে করেই রূপমূল-সংগঠন বাধ্যবাধকতাসমূহ এবং ধ্বনি-তাত্ত্বিক সূত্রাবলীর মধ্যে প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব যাবতীয় পার্থক্য ঘুচিয়ে দেয় এবং একই সঙ্গে "সূত্র" এবং "প্রক্রিয়ার" মধ্যে একটা পার্থক্য স্বীকার করে নেয়।

তথ্য-উৎস

Chomsky, N. and M. Halle, 1968. *The Sound Pattern of English*, New York, Harper and Row.

Householder, F. W., 1965, "On Some Recent Claims in Phonological Theory", *Journal of Linguistics*. 1. 13-34.

Ringen, Catherin, 1972, 'On Arguments for Rule Ordering', *Foundation of Language* 8. 266-273

Stampe, D., 1969, "The Acquisiton of Phonetic Representation", *Papers from the 5th Regional Meeting, Chicago Linguistic Society*, Chicago, University of Chicago.

1973a. "How I spent My Summer Vacation", University of Chicago Ph.D. dissertation.

1973b. "On Chapter Nine", *Issues in Phonological Theory: Proceedings of the Urbana Conference on Phonology*, Janua Linguareem, Series Maior. No 74, The Hague, Mouton.

Zwicky, A., 1975, "Settling on an Uniderlying Form : The English Inflectional Endings", in Cohn and Wirth, eds., *Testing Linguistic Hypotheseses*. New York, Wily.

এবং, অধ্যাপক ডেভিড স্ট্যাম্পের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় সফর কালে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনা—এপ্রিল ১৯৮০।